কালের কণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ ৪ কলাম ৩

গোলাম কবির ▷

আগে মানসম্পন্ন শিক্ষক, তারপর প্রতিষ্ঠান

'মান' শব্দের বহু অর্থের মধ্যে একটি হলো উৎকৃষ্টের বা অপকর্ষের পরিমাণ। ইংরেজিতে যাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড। এর উপলব্ধি আপেক্ষিক হলেও আমরা একটা বিশেষ অবস্থানকে উৎকৃষ্টের পরিমাপক হিসেবে ধরে নিই। সেই অর্থেই আমরা বলি মানসম্পন্ন। এখন বলা হচ্ছে আমাদের দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। আমরা মনে করি, প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামোর অবস্থান যতই দৃষ্টিনন্দন হোক না কেন, যথার্থ শিক্ষক ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন হয়ে ওঠে না। এখন কিছুসংখ্যক যাঁরা দেশ-বিদেশে বাঙালিকে ধন্য করছেন, তা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠানের নয়, শিক্ষার্থীর গৌরবেই বলা যায়।

আমাদের দেশে মানসম্পন্ন যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গত শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, এখন যে অভিধা ধরে রাখা যায়নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বেড়েছে। তবে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি, বরং দিন দিন তা অধোগামী। অর্থনীতিতে একটা সূত্র আছে, সরবরাহ বাড়লে দ্রব্যের দাম কমে। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। শিক্ষার মান বাড়েনি অথচ সরকার শিক্ষার জন্য ব্যয় কম করছে না। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরের কাঠামো যাকে আমরা বলব, উপরিকাঠামো মোটামুটি সন্তোষজনক। মনে রাখা ভালো, বাইরের কাঠামোই শিক্ষার প্রকৃত প্রাণ নয়। শিক্ষার প্রাণ প্রথমত শিক্ষক, তারপর শিক্ষার্থী।

একসময় এই বাংলায় শিক্ষকের নামেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলত। বলা হতো অমুক পণ্ডিত বা মাস্টারের স্কুল বা পাঠশালা। সেখান থেকেই অনেকেই কৃতবিদ্য হয়ে উঠত। এখন তা ভাবা যায় না। গত শতকে আমরা আমাদের দেশে গুটিকয় মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছি। এখন প্রায় সব কয়টিই গৌরব হারিয়েছে। ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ কিংবা মুরারীচাঁদ কলেজ আর আগের অবস্থানে নেই। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের পরই স্থান ছিল রাজশাহী কলেজের। এই যে নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অধোগতি, তার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে।

গত শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বর্ণিত কলেজগুলোয় শিক্ষক নিয়োগের আগে কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে হতো, কোন শিক্ষককে সেখানে নিয়োগ দেওয়া যায়। বিশেষ মহলের চাপ কিংবা টাকাকড়ির লেনদেন তখন ছিল না। সত্যিকার শিক্ষকরা সেখানে নিয়োজিত থাকতেন। গত শতকের ষাটের দশক থেকে কলেজ জাতীয়করণের পর থেকে আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে জাতীয়কৃত কলেজের শিক্ষকরা একসময়ের ঐতিহ্যমণ্ডিত কলেজগুলোয় ভিড় জমাচ্ছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বনেদি পরিচয় থাকলেও যথার্থ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার্থীরা আগের মতো শিক্ষা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন থেকে সেসব কুপ্রভাব কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে। তা হলে আবার হয়তো শিক্ষার সুদিন ফিরে আসবে।

দেশের নামিদামি কলেজ, পুরনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আগের মতো মেধাবী শিক্ষকের সমাবেশ লক্ষ করা যাচ্ছে না। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। কর্মসংস্থানের অপেক্ষাকৃত সহজ সুবিধার জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্কুলপর্যায়ে বিজ্ঞান বিষয়ে ও উচ্চ মাধ্যমিকের পর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-ব্যবসায় প্রশাসন বিদ্যার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। মৌলিক বিজ্ঞান, সমাজবিদ্যা বা মানবিক বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত কম মেধাবীরা লেখাপড়া করছে। তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে নৈকষ শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছে প্রশাসনে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যাঁরা আসছেন তাঁরা আগের মতো কীর্তিমান হয়ে উঠছেন না। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মান বোধকরি শুধু নাম দিয়েই চলবে না। এটা শুরু হয়েছে ১৯৬২ সালের পর। যখন সমন্বিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে বিশেষায়িত করার জন্য বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হলো, তখন থেকে অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে পড়ার সুযোগ দেওয়া হলো। বাকিরা অন্যান্য বিষয়ে লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষা লাভ করল। এর ফল হলো, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনেকটা উপেক্ষায় রয়ে গেল। আমরা এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মেধাবীদের সাক্ষাৎ কম পাচ্ছি। এই দুরবস্থা থেকে মুক্তির পথ অবিলম্বে খুঁজে বের করতে হবে।

কথায় বলে, টাকায় সাপের মণিও পাওয়া যায়। সপ্তম শতকের আরবি কবি হারেস বিন হাম্মাম টাকাকে সব শক্তির আকর বলেছিলেন। আমরাও তা মানছি। তাই বলে টাকা দিয়ে তো মেধা তৈরি করা যায় না। এর জন্য অভিনিবেশ প্রয়োজন। আমরা ভাবছি, কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে শিক্ষার মান উন্নত করব, তা হয় না। এর জন্য অভিনিবেশী শিক্ষক চাই।

এখনকার দিনে অনেকটা সুলভ চাকরি হয়ে গেছে শিক্ষকতা, কিছু না পেয়ে অনেকে শিক্ষকতায় আসেন। তাঁরা বোঝেন না, শিক্ষকতা সবচেয়ে দুরূহ কাজ। আর এই দুরূহ কাজে নিজেকে কঠিন পরিচয়ের মুখোমুখি হতে হবে। এটা আমরা পেরে উঠছি না বলে বিদেশি প্রেসক্রিপশন মাথা পেতে নিয়ে শিক্ষাকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছি।

আগে যথার্থ শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মানসম্পন্ন করে তুলতেন। এসব অনমনীয় শিক্ষকের ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে ভেসে উঠলে আমরা সম্ভ্রমে অবনত হই। এখন কি আমরা তা ভাবতে পারছি? ভাবতে পারছি না বলে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত অবলুপ্তির পথে ধাবমান। সুতরাং মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ভাবার আগে শিক্ষাব্রত অনুধ্যায়ী মেধাবীদের শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে হয়তো শিক্ষার আকাল ঘুচবে। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, আগে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষকের।

যেকোনো উপায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে কিংবা কলেজ জাতীয়করণের পর ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হলে আমরা গালভরা নিজের পরিচয় দিয়ে শ্লাঘা অনুভব করি। এটাই কিন্তু যথার্থ শিক্ষকের ভাবমূর্তি নয়। শিক্ষক হলে নিজ বিষয়ের চুলচেরা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমরা মনে করি, গুরুসদৃশ শিক্ষক নিয়োজিত হলে আমাদের শিক্ষার দৈন্য যেমন ঘুচবে তেমনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও মানসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

লেখক : রাজশাহী কলেজের সাবেক শিক্ষক

আগে যথার্থ শিক্ষকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মানসম্পন্ন করে তুলতেন। এসব অনমনীয় শিক্ষকের ভাবমূর্তি আমাদের মানসপটে ভেসে উঠলে আমরা সম্ভ্রমে অবনত হই। এখন কি আমরা তা ভাবতে পারছি? ভাবতে পারছি না বলে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দ্রুত অবলুপ্তির পথে ধাবমান। সুতরাং মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা ভাবার আগে শিক্ষাব্রত অনুধ্যায়ী মেধাবীদের শিক্ষার প্রতিটি স্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে। তবে হয়তো শিক্ষার আকাল ঘুচবে। কাজেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, আগে প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষকের